জামাতের মৃত্যুদন্ড।

সবাই জানেন যে একাত্তরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদের ডাক দিয়েছিল। জামাত সেটা কখনো অস্বীকারও করে নি। বহু প্রমান আছে, কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে। জামাতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর মওলানা আব্বাস আলী খানের বক্তৃতা, একাত্তরের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকেঃ- "বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। বিপক্ষে কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার" - ইত্যাদি ইত্যাদি। গোলাম আজম, একাত্তরে ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকার মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দেয়া বক্তৃতা:- "বিপদের মধ্যেও তোমাদের দৃঢ় শপথে অবিচল থাকতে হবে, তবেই আল্লাহ'র কাছে সত্যিকারের মুজাহিদের মর্যাদা লাভ সম্ভব হবে"। গোলাম আজম- একাত্তরের আগষ্ট মাসে লাহোরের সাপ্তাহিক জিন্দেগীতে দেয়া বক্তব্যঃ- "জামাত কর্মীরা শহীদ হতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না"। তার পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হাওয়া গরম দেখে অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁরা ঠকবাজ প্রেমিকের মত (তাঁদের) ইসলামী জিহাদের প্রেমিকাকে পশ্চাতে ফেলে "দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়"। অর্থাৎ "পাঁচিলের ফোকর গলে" বিস্ফারিত চোখে সঘন নিঃশ্বাসে উড্ডীন লেজে সবেগে পলায়ন। অর্থাৎ হাওয়া গরম হলে তাঁরা পরিবর্তিত হতে পারেন। চামড়া বাঁচানোর গরজ বড় বালাই।

কিন্তু এভাবে পালালে তাহলে ইসলামী জিহাদের কি হবে? কবিরা গুনাহ'-এরই বা কি হবে? এই তো, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের প্রথম খন্ড দ্বিতীয় ভাগের ২৫৯ পৃষ্ঠায় আছেঃ- "আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস (রাঃ) কবিরা গুনাহ-এর সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, "যেসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই কবিরা গুনাহ্। যেমন অন্যায়ভাবে হত্যা করা....... যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি"। কবিরা গুনাহ বলেই তো ডঃ আবদুর রহমান ডোই-এর লেখা "শারিয়া দি ইসলামিক ল" বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় আপনার জন্যই আল্ ফিরা'র মিন আল্-যাহফ্ - (জিহাদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন) সেকশনে বলা আছেঃ-" ইসলামী আইনের প্রতিটি শাখার আইনবিদের মতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া যাওয়ার মত মারাত্মক অপরাধের হুদুদ শাস্তি হইল মৃত্যুদন্ড। আধুনিক সৈন্যদলের নিয়ম কানুনের সহিতও ইহা খাপ খায়। .... সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইল বিজয় বা মৃত্যু। একজনের মৃত্যু হইলেও তাহার আত্মত্যাগের ফলে উম্মা'র অগ্রগতি হইবে" উদ্ধৃতি শেষ।

আইনটার ব্যাখ্যাও আছে ওই একই পৃষ্ঠায় - উদ্ধৃতিঃ- "ইসলামের জন্য যখন কোন মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহন করে, কিংবা যে ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে, শারিয়ায় তাহার পলায়নকে বড় ধরণের অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। বরং ইহাই সেই সময় যখন দৃঢ়তার সাথে নেতার সযত্নে রচিত পরিকল্পনা ও কৌশলের পক্ষে কাজ করিতেই হইবে। .... যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া গেলে তাহা মুসলিম উম্মা'র জন্য বিপদজনক হইতে পারে। ইহা যে কতবড় অপরাধ তা কোরাণ শরীফে সুস্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সুরা আনফাল-এর ১৫ এবং ১৬ নম্বর আয়াতেঃ- "হে ঈমানদারগন, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হইবে, তখন পশ্চাদপসরন করিবে না। আর যে লোক সেদিন তাহাদের হইতে পশ্চাদপসরন করিবে, লড়াইয়ের কৌশল-পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত, - অন্যরা আল্লাহ'র গজব সাথে নিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। আর তাহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম"। - উদ্ধৃতি শেষ।

হুজুর-এ জামাত! ওপরে কোরাণের "কৌশল-পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয়" দেখে আপনি নিশ্চয় মনে মনে বলছেন, "উফ্! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি, বাপ্! ভাগ্যিস কোরাণে

ওই কথা দু'টো আছে! আল্লা মেহেরবান, কি মেহেরবান!" আর মুখে বলছেন, "দেখেছ? আমরা তো মা'বুদের নির্দেশ মতই "কৌশল-পরিবর্তন করে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয়" নিয়েছিলাম একাত্তরে"।

বটে হুজুর! একাত্তরের প্যাঁদানি খেয়ে "কৌশল-পরিবর্তন করে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয়" নিতে যখন আপনারা মধ্য-প্রাচ্যে আর লন্ডনে পালিয়েছিলেন, তখন আপনাদের নিজেদের চুরানব্বই হাজার নাপাকি সৈন্যরা তো ভারতে বন্দী! সেখানে আশ্রয় নিলে তো আপনাদের ওই বন্দী নাপাক-জানোয়ারদের মত জেলখানায় "চাক্কি-পিসিং" করতে হত। "নিজেদের সৈন্যদের নিকট আশ্রয়" নিতে তো আপনাদের তখন পশ্চিম পাকিস্তানের নাপাক-বাহিনীর কাছে যাবার কথা, মধ্যপ্রাচ্যে আর লন্ডনে "নিজেদের সৈন্য" কয়টা আছে হুজুর? পাকিস্তান বাঁচানোর জিহাদে ওই পাকিস্তানেরই নাগরিকত্ব বিসর্জন দেয়ার মানেটা কি? সেটা চাঙ্গে তুলে বাংলাদেশকে স্বীকার করে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নেয়ার মানেই হল পাকিস্তানকে অস্বীকার করা। এ তো স্রেফ আপনার নিজের জিহাদের প্রতিই আপনার নিদারুন বিশ্বাসঘাতকতা হল হুজুর!

আর কৌশল? হ্যাঁ কৌশল তো আপনারা করেছেনই। লন্ডনে বসে প্রথমে-ই কোরাণের সুরা হজ্ব আয়াত ৩০-এর তেশ মেরে ("তোমরা মিথ্যা কথা হইতে দুরে থাক") নবজাত রক্তস্নাত বাংলাদেশের বুকে ছুরি চালিয়েছেন এই চীৎকার করে যে "বাংাদেশে মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে"। ঘোড়ার ডিম হচ্ছে ! আমরা সেখানে ছিলাম, কোন মসজিদ মন্দির ভাঙ্গা হয়নি। বহু শতাব্দী পর বাংলাদেশ তখন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অতুলনীয় উদাহরণ। আজ আপনাদেরই কারণে ক্ষণিক পাওয়া সে অমুল্য পরশপাথর আমরা হেলায় হারিয়েছি, কত শতাব্দীর জন্য কে জানে!

ওপরের আইনটা আপনার পছন্দ হয়নি, তাই না? বেশ, বেশ। এবার তাহলে কামান দাগাই। ওই আইনটা কোন মোক্ষম শেকড় থেকে উঠে এসেছে তা দেখাই। আল-কোরাণের আয়াত তো ওপরে দেখালাম-ই। এখন সমর্থন দেখাই ইমাম শাফি'র আইন থেকে। পৃষ্ঠা ৯৬৬, আইন নম্বর- ডাবলিউ ৫২'এর ১। এগুলোর সমর্থন আছে ৭১০ পৃষ্ঠার আইন নম্বর ও-পি-৭৬-০-তে । এ দুটোতে ইবনে হাজার হায়তামি-কে সমর্থন করে ইমাম শাফি' তালিকা দিয়েছেন ইসলাম এবং ইসলামী তাকওয়ার বিরুদ্ধে মোট ৪৪২-টা অপরাধের। বাংলা করে দিচ্ছি, -"পিছিয়ে এসে আবার নিজেদেরকে একত্রিত করা, অথবা অন্যদলের (নিজেদের সহযোদ্ধা দল) সাথে যোগ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করা (এ দুটো কারণ) ছাড়া অবিশ্বাসীদের সাথে লড়াই থেকে পালিয়ে যাওয়া" - এটা হল ৩৭৭ নম্বর অপরাধ। ইমাম শাফি'ই-র মতে ইসলামের এবং ইসলামী তাকওয়ার বিরুদ্ধে এ অপরাধে আপনারা অপরাধী হয়েছেন হুজুর।

হন নি? এ কামানেও কাজ হল না? আচ্ছা, তাহলে এবার স্বয়ং নবীজীর (সঃ) কাছে যাওয়া যাক, উনি নিজে কি বলেছেন দেখা যাক। সহি বোখারী কেতাবটা নিশ্চয়ই কোরাণের ঠিক পরেই, স-ব প্রশ্ন বা সন্দেহের উর্ধে? আপনাদেরই প্রাক্তন আমীর মওলানা আবদুর রহীম নিজেই বলেছেন তাঁর প্রকান্ড "হাদিস সংকলনের ইতিহাস" বইয়ের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় :- "প্রথম দুইখানি সহিহ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত সমস্ত হাদিসই গ্রহনযোগ্য"। এতই বেশী গ্রহনযোগ্য যে - "প্রধানতঃ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্তে আর যেসব হাদিসই উত্তীর্ণ ও সহিহ প্রমানিত হইবে তাহা গ্রহনীয়"। তা বেশ, তা বেশ। সেই এত বেশী গ্রহনযোগ্য বোখারী হাদিসে নবী (দঃ) কি বলেছেন? উদ্ধৃতি দিচ্ছি মোহাম্মদ আবদুল করিম খানের সংকলিত হাফেজ আবদুল জলিলের সম্পাদিত "বাংলায় বোখারী শরীফ হাদীস সমুহ" কেতাবের ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে- হাদিস নম্বর ৬৩:- "রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সাত প্রকারের ধ্বংসকারী গোনাহ তোমরা পরিহার করিয়া চলিবে। (এর মধ্যে ছয় নম্বর হল) - জেহাদের ময়দান হইতে

পলায়ন করা”। এটা যে একেবারে কবিরা গুনাহ তা আমাদের বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের “বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন”-এর প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় ভাগের ২৫৯ পৃষ্ঠায়ও উদ্যত-তর্জনী উঁচিয়ে ধরা আছেঃ- “যেসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই কবিরা গুনাহ। যেমন অন্যায়ভাবে নরহত্যা করা, (ইত্যাদি আরও কিছু অপকর্ম.........) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা ইত্যাদি”।

ওপরের প্রমানগুলো দেখে কি কিঞ্চিৎ অসুবিধে বোধ হচ্ছে হুজুর? ভাবছেন শারিয়ার শব্দগুলোর মধ্যে কিছু একটা প্যাঁচ কষে “এর মানে এই আর ওর মানে তাই” করে ছোট্ট কোন ফাঁক বের করে সেদিক দিয়ে লম্বা দেবেন? হ্যাঁ, ছোট পরিবর্তনে বড় পরিবর্তন হতে পারে বটে। মালকোষের বা বাগেশ্রীর শুধুমাত্র কোমল নিষাদ বা কোমল গান্ধারকে শুদ্ধ করে দিলেই হয়ে যায় চন্দ্রকোষ অথবা রাগেশ্রী। কিছু না বদলেও ভুপালীর বাদীস্বর রে থেকে পা-তে নিয়ে গেলেই হল দেশকার। কিংবা তার পা-টাকে সা করে দিলেই তার সা-রে-গা-পা-ধা-সা ´ হয়ে গেল সা-রে-মা-পা-ধা সা,´ সেটা হল দুর্গা রাগিনী। দরবাড়ীর নোট না বদলিয়ে শুধু চলনটা বদলে দিলেই হয়ে গেল জৌনপুরী। আর তবলায় কাহার্বার আট মাত্রাটা ঠিক রেখে কত চমৎকার বোলই বোলই যে বাজানো যায়, তার মধ্যে আদ্ধা-টা আমার বড়ই প্রিয়! এক-আড়াই-চার, পাঁচ ছয় সাত আট..............

কিন্তু শারিয়া? মুরগীর দাঁত গজাতে পারে, কিন্তু হুদুদে পরিবর্তন? পাগল, না মাথা খারাপ? উদ্ধৃতি দিচ্ছি ডঃ ডোই থেকে -“১৫০০ হিজরিতে শারিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনা”- পৃষ্ঠা ৪৪- “ইসলামিক আইনের বিধিগুলিতে অন্য আইনের মত পরিবর্তন বা প্রতিস্থাপন করা যায় না”। আর আপনাদের মওলানা মওদুদীতো এ ব্যাপারে একেবারে সিলেটের ধেনো-মরিচ, বেত্রহস্ত রক্তচক্ষু গুরুমশাই - বিশ্ব-মুসলিমের চিরকালের তাবৎ সমস্যার সর্ব-সিদ্ধান্ত নেবার ঘনঘোর মালিক। তাঁর “ইসলামিক ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন” বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা থেকে তাঁর নিজেরই কঠিন নির্দেশ শোনাই, -“যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, সেখানে কোন মুসলিম নেতা, বা আইনবিদ, অথবা ইসলামী বিশেষজ্ঞ নিজেদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে না, এমনকি সমস্ত দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও ইহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিবার অধিকার কাহারও নাই।” “বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন”-এর ৩য় খন্ডের ১১ পৃষ্ঠাতেও কথাটা আছে।

ব্যাস্। খেল খতম, ঠোঁটে স্কচ টেপ।

ওহ্, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনারা তো আবার বলেই রেখেছেন যে মওলানা মওদুদীর দর্শনে আপনাদের জন্ম হলেও তাঁর সব কিছু আপনারা মানেন না। কিন্তু তাঁর ঠিক কোন কথাটা মানেন আর কোনটা মানেননা তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলেন নি স্যার! চালাকি, তাই না? পানিটা ঘোলা রাখলে পাবলিকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবে, তাতে ফিসিং করতে সুবিধে, তাই না? কিন্তু বাপেরও তো বাপ থাকে হুজুর। ও খেলটাও আমি ধরব পরে, হাতে সুপ্রচুর ছাই মেখেই ধরব মত যাতে পাঁকাল মাছের মত ঝাঁকি দিয়ে শরীর বেঁকিয়ে আপনারা পিছলে বেরিয়ে যেতে না পারেন।

তা হলে, আল্-কোরানের নির্দেশ দেখা হল, নবী (দঃ)-এর নির্দেশ দেখা হল, বিধিবদ্ধ শারিয়া-আইন দেখা হল, আপনাদের নিজেদেরই সর্বোচ্চ নেতাদের নির্দেশও দেখা হল। সবগুলো সুত্রই সমস্বরে একই রায় দিচ্ছে, কবিরা গুনাহ! মৃত্যুদন্ড! মৃত্যুদন্ড!! হার্মোনাইজ নয়, একেবারে একই নোটের কঠিন কোরাস। এমন কোরাস কখনো শোননি তুমি, কখনো শোনে নি কেউ, , , , , , ,

তাহলে হুজুর? বাংলাদেশে শারিয়া-প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপটা তাহলে আপনার ওপর দিয়েই হয়ে যাক? আপনাদের নেতা মৌদুদির নির্দেশ, কোরান শরীফ-এর নির্দেশ, নবী (দঃ)-এর নির্দেশ এবং ইমাম শাফি'ই-র নির্দেশ খেলাফ করে ইসলামকে বিকৃত ও বিক্রীত করার মারাত্মক অপরাধের শাস্তিটা প্রেমিকার বরমাল্যের মতন গলায় পরে ফেলুন তাহলে? কথা দিচ্ছি, শারিয়া-প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যে আপনার এ গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা সোনার অক্ষরে ইতিহাসে লিখে রাখব। তা হলে জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে শারিয়া ওই, - পিছলে চর্বি লাগাই ফাঁসীর দড়িতে? তারপর গন্তব্যস্থান হিসেবে কোরানের "তাহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম"-এর লকলকে আগুন তো আছেই, একেবারে লাল কার্পেট পেতে জিহ্বা বের করে ভয়ংকর হাসিমুখে অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্যই।

আতংকে আপনার চর্বিদার ভুঁড়িটা একটু যেন দুলে উঠল হুজুর?

২৮ মার্চ, ৩৩ মুক্তিসন।